OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 56*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 489 - 497*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 489 - 497*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in*
*(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848*

# মেদিনীপুরের গোমাতাকেন্দ্রিক লোকানুষ্ঠান ও লোকউৎসব

দেবশ্রী দে
গবেষিকা, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: debashree@sabangcollege.ac.in

***Received Date*** *30. 09. 2026*
***Selection Date*** *15. 10. 2026*

***Keyword***
*গোমাতা, গরু, লোক উৎসব, লোকানুষ্ঠান, পূজা, কালীপূজা, দুর্গাপূজা, তেল, হলুদ, সিঁদুর, গ্রাম বাংলা, গ্রাম্য জীবন ইত্যাদি।*

***Abstract***
*The folk life of rural Bengal is not defined solely by labor; it also encompasses joyful gatherings and entertainment. Seasonal festivities, traditional delicacies (pithe-puli), folk songs, and cultural rituals are integral parts of this existence. These traditions bridge social divides, bringing people together to share in the happiness of mutual bonds. Such communal vibrancy fosters a collective spirit that transcends mere social interaction. Rooted in a folk philosophy that values human connection, this lifestyle binds together individuals from diverse professions in a shared social fabric. These moments of supreme joy are woven into the very lifestyle of rural Bengal, where life and livelihood alike are deeply intertwined with these traditional customs and festivities.*

## Discussion

লোকানুষ্ঠান বলতে বোঝায় এক নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় সামাজিক বিশ্বাস আচার-আচরণ এবং সেই জীবনযাপনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠানকে। এর মধ্যে বিভিন্ন প্রথা ও রীতি অন্তর্ভুক্ত থাকে যেমন লোকনৃত্য, লোকগান, লোককাহিনী। যা মৌখিকভাবে এবং লিখিতভাবে উভয় মাধ্যমে প্রচলিত ও চর্চিত হয়ে আসছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম।

লোকানুষ্ঠানের উপাদান—

১. মৌখিক ঐতিহ্য-লোককাহিনী, লোককথা,প্রবাদ, কৌতুক।

২. বস্তুগত সংস্কৃতি-হাতে তৈরি খেলনা ঐতিহ্যবাহী প্রস্তুতি।

৩. অবস্তুগত সংস্কৃতি-মানুষের চিন্তা ও বিশ্বাস থেকে জন্ম নেওয়া এমন বিষয় যা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে যার কোন লিখিত রূপ নেই।

গোরু পূজাকে কেন্দ্র করে অনেক লুকানুষ্ঠান ও লোকউৎসব আমাদের সমাজে প্রচলিত। সেই গো-পূজা সম্পর্কে বরুণ কুমার চক্রবর্তী তার 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ' গ্রন্থে বলেছেন, -

> "গরুকে হিন্দু দেবতা মনে করে। গরু সুস্থ সবল রাখার এবং গাভীর বংশবৃদ্ধির জন্য বছরের কতকগুলো নির্দিষ্ট দিনে পূজা করা হয়ে থাকে। হিন্দুরা পূর্বে এঁড়ে গরুকে দামড়া করত না। কারণ তখন দমড়া করার পদ্ধতি ছিল, এন্ডু কোষকে লম্বালম্বি চিরে টেটিস দুটো বের করে নেওয়া। (এখনো

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 56*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 489 - 497*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

ছাগলের পুরুষ বাচ্চার ক্ষেত্রে করা হয়) এতে হিন্দু বাড়িতে গো রক্তপাত ঘটা ছিল নিন্দনীয়। তাই গোরু দামড়া হত না। কিন্তু মেশিনের প্রচলন হওয়ায় বিনা রক্তপাতে এখন হিন্দুরা গরু দামড়া করছে।

কালীপূজা, দুর্গাপূজার দশমীতে গরুর কপালে শিং এ তেল দেওয়ার পর সিঁদুর দেওয়া হয়। এছাড়াও গরুকে কেন্দ্র করে অনেক অনুষ্ঠান হয়।”[১]

যেসব লোকানুষ্ঠান এখনো প্রবাহমান সেই লোকানুষ্ঠানগুলিই এখানে তুলে ধরা হল। যেমন, -

### ১. চাঁদ বাঁধানো বা চাঁদ বন্ধনী—

**স্থাপনা :** এই লোকানুষ্ঠানটি কার্তিক মাসের অমাবস্যায় পালিত হয়। কার্তিক মাসের অমাবস্যাকে আমরা দীপাবলি বা দীপান্বিতা বলে জানি। পুরা কথায় নানা প্রসঙ্গ আছে। পিতৃপুরুষের যাত্রা পথ আলোকিত করার কথা জানা যায় আলো জ্বালিয়ে করা হয়ে থাকে তেমনি রামায়ণ অনুসরণে বলা হয় যে অষ্টমী ও নবমী সন্ধিক্ষণে অকালবোধনে রাবণ বধের পরে রাম লক্ষণ সীতা অযোধ্যায় প্রবেশ করলে সেখানে আলোর রোশনাই দিয়ে আনন্দের প্রকাশ ঘটেছিল এই দীপাবলিতে। এর পরের দিন প্রতিবন্ধীদের চাঁদ দেখে সন্ধ্যের সময় গরুকে দেবতা গানের পুজোর নামই হল চাঁদ বাঁধানো। তবে অধিকাংশ বাড়িতে এখন ভাতৃদ্বিতীয়ার দিন এই অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে।

এই চাঁদ বাঁধানো বা চাঁদ বন্ধনী লোকানুষ্ঠানটিকে ব্যাসদেব ঘোষ ‘গো-পার্বণ’ রীতি বলেছেন। বিভিন্ন জায়গায় এই রীতিগুলো বিভিন্ন নামে পরিচিত। তবে মেদিনীপুর জেলায় এই অনুষ্ঠানটিকে ‘চাঁদ বাঁধানো’ বা ‘চাঁদ বন্ধনী’ বলা হয়ে থাকে। ব্যস্ত ঘোষ গো পার্বণ সম্পর্কে বলেছেন, -

“বৈদিককালে সমাজের অন্য সমস্ত সম্পদের সঙ্গে অন্যতম প্রধান সম্পদ হিসাবে গণিত হয় গো সম্পদ। এই ধারা বহুকাল ধরেই অব্যাহত। সময়ের পরিবর্তনে যদিও সম্পদ গড়ে তোলার আরও নানা ক্ষেত্র এসেছে কিন্তু গরুকে ভগবতী জ্ঞানী হিন্দু সমাজে পূজা আজও প্রচলিত। সমাজের সমস্ত শুভ অনুষ্ঠানে তার যোগ। হিন্দুধর্মের বর্ষপঞ্জিতেও আলাদা একটি দিন নির্ধারিত হয়েছে তার পূজার জন্য। যাকে ‘গো-পার্বণ’ নাম দেওয়া হয়েছে।

কার্তিক মাসে কালীপূজার পরের দিন হয় গোপার্বণ। এই বিশেষ দিনে সকালবেলায় গরুকে স্নান করানো হয়। তারপর পড়ন্ত বেলায় খাওয়ানো শেষ হলে তার লেজের চুল কাঁচি দিয়ে কেটে সমান করে পা ধোয়ানো হয়। এরপর শিং ও তেলে হলুদ মাখিয়ে, মাথায় সিঁদুরের টিপ পরিয়ে, গায়ে গেরি মাটির ছাপ দেওয়া হয়। এই সমস্ত বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম হলে একটি আয়নায় গরুকে তার নিজের মুখ দেখিয়ে বলা হয় - ‘মা ভগবতী, তোমার কেমন সাজ হয়েছে দেখো মা।’ সবশেষে মুখে কিছু মিষ্টি দিয়ে, প্রণাম করে শাঁখ বাজিয়ে পার্বণ সম্পন্ন করা হয়।”[২]

### ২. রাধাষ্টমী—

ভাদ্র মাসের শুক্ল অষ্টমী বা রাধা অষ্টমী তিথিতে বেশির ভাগ অঞ্চলে গোয়াল পুজো হয়ে থাকে। পঞ্জিকাতে ও এই পূজার উল্লেখ দেখা যায়। লোকশ্রুতি মতে এই পুজোর আদি পুরোহিত উৎকলীয় পান্ডারা। কিন্তু পরবর্তীকালে বঙ্গদেশীয় নিম্ন সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণরাই এই পুজোর কাজ গ্রহণ করেছেন।

**উপকরণ :** হলুদ জল, হলুদ বাটা, ফুল, দুর্বা, চৌকি, পুত্তলিকা, নোড়া, পান, শসা, হরিতকি, গোটা সুপারি, ধুপ, ধূনা, সিঁদুর।

**পদ্ধতি :** রাধাষ্টমীর দিন সকাল বেলায় গোয়ালঘর ভালো করে নিকোতে (পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন) হয়। তারপর সেখানে আলপনা দিতে হয়। এরপর পুরোহিত মশাই পাথরের নোড়ায় সিঁদুর লাগিয়ে তাকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করেন। একটি চৌকির ওপর একটি আসন কম্বল পেতে তার ওপর একটি ঘট স্থাপন করেন সেই ঘটের উপর আমরা পল্লব ও পান সুপারি রাখেন। একপাশে বলদ গরুর গোবর পিন্ড রেখে তার ওপর সুপারি ও হরিতকি ও সিন্দুর দিয়ে বসিয়ে দেন। সারা গোয়ালে হলুদ গোলা জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। একটি থালায় নৈবেদ্য সাজিয়ে দেওয়া হয়। অন্য একটি পাত্রে গোটা ফল ও মিষ্টি দিয়ে পুরোহিত পূজা শুরু করেন। ফুল, ধান, দুর্বা, ধূপ, ধূনা দিয়ে পুরোহিত শাস্ত্রীয় মন্ত্র উচ্চারণ করেন। বলা বাহুল্য

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 56*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 489 - 497*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

লোকাচার এবং শাস্ত্রীয় পদ্ধতি এখানে একীভূত হয়েছে। পূজা সম্পন্ন হলে পূজার সিঁদুর গরুর মাথায় পরিয়ে দেওয়া হয়। এবং হলুদ গোলা জল গরুর সারা গায়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়।

**প্রাসঙ্গিকতা :** এই পুজোর অধিকাংশ দিকগুলিতে লোকানুষ্ঠানের তুলনায় শাস্ত্রীয় ভাবনা অনেক বেশি। এখানে চৌকির উপর যে খট স্থাপন করা হয়েছে সেই ঘটকে নারায়ণী অর্থাৎ ভগবতী জ্ঞানে পুজো করা হয়। গোবরের উপর হরিতকীয় সুপারি দিয়ে গো দেবীর যোগ্য দান করা হয়ে থাকে এখানে অর্থাৎ কোথাও কোথাও আবার তিনটে সুপারিও দেওয়া হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে অনুমান ত্রিনয়নী কল্পনা করা হয়। আবার অনেকের অনুমান শিলনো রাখে শিবলিঙ্গ হিসেবে পুজো করা হয়ে থাকে।

### ৩. গোয়াল পুজো—

**স্থাপনা :** রাত্রিকালীন গরুকে যে স্থানে বাঁধা হয় সেই স্থানকে গোয়াল বলে। তবে গোয়াল সম্পর্কে ডক্টর কোয়েল চক্রবর্তী বলেন, -

> “গরু যে ঘরে রাখা হয়, সেই ঘরকে গোয়াল বা গোহাল বলে। গরু তার বাছুরটি সহ গোয়ালেই থাকে। বোয়াল সাধারণত দোচালা হয়। এই ঘরের বেড়া কিংবা দরমা প্রায় থাকেই না। তবে বাছুরকে বেড়া বা দরজা যুক্ত নিরাপদ ঘরেই রাখার ব্যবস্থা করা হয়। গোয়াল সাধারণত বাসগৃহ থেকে একটু দূরে উঠানের কোণে নির্মাণ করা হয়। গরু হিন্দুদের কাছে দেবতা জ্ঞানী পূজিত হয়ে থাকে। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় গোয়ালে সাজাল বা তুষখুসির ধোঁয়া দেওয়ার রীতি প্রচলিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রতিবছর আষাঢ়ে গরুর মঙ্গলকামনার্থে হয় গোয়াল পূজা। ঐদিন বাড়ির গৃহস্বামী, সকালবেলায় স্নান করে একা অসত্য গাছের ডাল কেটে এনে গাভী বা ভগবতীর ঘরে অর্থাৎ গোয়ালে রাখে। এই অসত্য ডালের সামনে নৈবেদ্য রেখে পূজা করা হয়। এইভাবে গোয়াল পূজা করলে নাকি গরুর কোন অসুখ হয় না বলে বিশ্বাস। ভাদ্র মাসের সুক্লাষ্টমী চিঠিতে সন্ধ্যেবেলা গৃহস্থের গোয়াল ঘরের ঈশান কোণে এই পূজা করে রাখাল বালকরা।”[৩]

গোয়াল সম্পর্কে লোকেশচন্দ্র বিশ্বাস বলেন, -

> “গরু রাখার ঘরকে গোয়ালবাগ গোহাল বলে। গোয়াল ঘর দোচালা হয়। গোয়াল ঘর দু’রকমের হয়। কতকগুলি গোয়ালের বেড়া বা দরজা থাকে না। সেই সব গোয়ালে একাধিক খুঁটি পোতা থাকে। প্রতিটি খুঁটিতে একটি করে গরু দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়। আর একপ্রকার বোয়াল ঘরের সামনে অর্ধবৃত্তাকার বাঁশের বেড়া থাকে। বেড়ার মাঝে বাঁশের দরজা থাকে। এই অর্ধ বৃত্তাকার অংশের উপর কোন আচ্ছাদন থাকে না। এই অংশটাকে খোঁয়াড় বলে। খোয়ার যুক্ত গোয়ালে গরু বাঁধা থাকে না। ছাড়া অবস্থায় থাকে।
>
> গোয়াল ঘরের মধ্যে ঘেরা দরজা যুক্ত অংশ থাকে। এখানে বাছুরদের আলাদাভাবে রাখা হয়। গোয়াল বসবাস ঘরের একটু দূরে হয়। গোয়ালঘর ও খোয়ার এর বাইরের দিকে শুকনো তালপাতা বেঁধে রাখা হয়। রাতে কোন প্রাণী বা অন্য কিছু গোয়ালের আশেপাশে এলে, শুকনো পাতার স্পর্শে শব্দ হয়। গৃহস্বামী সতর্ক হয়ে যান।
>
> হিন্দুদের কাছে গোরু পবিত্র প্রাণী। দেবজ্ঞানে পূজা করা হয়। তাই গরুর আবাসস্থল গোয়াল ও পবিত্র স্থান। প্রতি সন্ধ্যায় সাঁঝ বাতি দেওয়া হয়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার মতো পবিত্র তিথিতে সাঁঝবাতির সঙ্গে ধুপধূনা দেওয়া হয়। ১লা বৈশাখের গোয়ালে ভগবতী পূজা করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন তিথিতে গোয়ালে পূজা হয়ে থাকে।”[৪]

গোয়াল সম্পর্কে ডঃ দেবলীনা দেবনাথ আরও বলেন, -

> “কৃষিকাজে কৃষকের কাছে গোরুর গুরুত্ব অপরিসীম। গোরু লাঙল টানে, গাড়ি টানে, দুধ দেয়, গোবর জ্বালানি হিসেবে কাজে লাগে, জৈবসার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গোরুকে দেবী ভগবতী বলে মনে করা হয়। প্রত্যেক গৃহস্থই তাই গোরুর প্রতি যত্নবান হন। প্রতি গৃহস্থের বাড়িতে বা অনতিদূরে রোদ বৃষ্টির হাত থেকে গোরুকে রক্ষা

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 56*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 489 - 497*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

> করার জন্য গোরুর ঘর তৈরি করা হয়, যাকে বলা হয় গোয়াল ঘর।সাধারণত একচালা, দুইচালা বা চারচালা বিশিষ্ট হয়ে থাকে। গোরুর সংখ্যা অনুযায়ী গোয়াল ঘর লম্বায় ছোট বা বড় হয়ে থাকে। গোয়াল ঘরের একদিকে খোলা থাকে, যাতে আলো, বাতাস ভালোভাবে প্রবেশ করতে পারে। তবে নিরাপত্তার কারণে বর্তমানে লোহার গ্রিল দেওয়া হচ্ছে পাকা গোয়াল ঘরের ক্ষেত্রে। গ্রামাঞ্চলে বেশিরভাগ গোয়ালঘর মাটির তৈরি হয়, তাল পাতা দিয়ে বা দরমার বেড়া দেওয়া হয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে গোয়ালঘর খুব পবিত্র, গোয়ালঘরে ভগবতীর পুজো করা হয়। বাঙালি হিন্দুরা গোয়াল ঘরে আমিষ জাতীয় খাবার প্রবেশ করান না। গোয়াল পরিষ্কার করাকে বলা হয় 'গোয়াল-কাড়া'। সাধারণত দিন-রাত্রে তিনবার গোয়াল পরিস্কার করা হয়। সকালে ঘুম ভেঙেই পুরুষদের প্রথম কাজ গোরু গোয়াল থেকে বের করে বাইরে বেঁধে রাখা।বাড়ির বউ ভোরবেলা গোয়াল থেকে গোবর এনে তুলসী তলায় ছুইয়ে দেন। দুপুরে গোয়াল পরিষ্কার করে জল ও জাবনা সাতই (প্রস্তুত) করা রাখা হয়। সূর্যাস্তের পর আবার গোয়ালঘর পরিষ্কার করার রীতি আছে। গোয়ালের মশা তাড়ানোর জন্য ঘুঁটে বা খড়ের ধোঁয়া দেওয়া হয়। কোথাও দেখা যায় একই গোয়ালে গোরুর শোয়ার ঘর আলাদা, বাইরের অংশে গোরু দিনের বেশিরভাগ সময় থাকে। গোরু অসুস্থ বা 'গাভীন' হলে তাকে গোয়াল ঘরের আলাদা অংশে রাখা হয়।"[৫]

আমরা জানি আর্য সংস্কৃতিতে গরুকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করা হত এবং গোয়ালকেও সেই দেবতার স্থান হিসেবে পূজা করার রীতি দেখা যায়। এক্ষেত্রে দেবতা ও দেবস্থল এই দুই আরাধনার দৃষ্টান্ত এখানে দেখতে পাওয়া যায়।

এতদ্‌অঞ্চলে পন্ডিত উপাধিধারী ব্রাহ্মণরা এই গোয়াল পুজো করে থাকেন পুরুষানুক্রমে। অতীতে ওড়িশার পন্ডা উপাধিধারী ব্রাহ্মণরা একসময় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ দেশে এসে উনারা গোয়াল পুজো করে যেতেন। কিন্তু বর্তমানে আমাদের বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণরাই এই গোয়াল পুজোর ক্রিয়াকর্ম শুরু করেছেন।

**উপকরণ :** ১. কাঠের চৌকি, ২. পেতলের ঠাকুর, ৩. হলুদ গোলা জল, ৪. ফুল, ধান, দূর্বা, ৫. ফল, মূল, মিষ্টান্ন, ৬. চালের নৈবেদ্য, ৭. ধূপ, ধূনা, চন্দন পিড়ি, চন্দন কাঠ, প্রজ্বলিত প্রদীপ, শঙ্খ, কাঁসর, ঘন্টা, সিন্দুর, সোনা, রুপা, পান, সুপারি ইত্যাদি।

**পদ্ধতি :**

১. গোয়াল পুজোর ক্ষেত্রে সচরাচর আমরা ব্রাহ্মণ দিয়ে পুজো করার নিয়মই লক্ষ্য করি। এক্ষেত্রে আমরা লৌকিক ও শাস্ত্রীয় পদ্ধতির যে মিশ্রণ ঘটেছে তার রূপটি দেখতে পাই। পুরোহিত মশাই কাপড়ের লালসালুতে পিতলের ঠাকুর আমাদের বাড়িতে আনেন। ওই পেতনের ঠাকুরের মধ্যে থাকেন মা ভগবতী, দাস-দাসী, গরু, বাছুর শাশুড়ি, বধূ ইত্যাদি।

২. ঐদিন সকাল বেলায় গোয়ালঘর ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে পুজোর উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে রাখা হয়। গরুকে ঐদিন স্নান করিয়ে দেওয়া হয়। গোয়াল ঘরের ঈশান কোণে চৌকি পেতে তার ওপর লালসালু বিছিয়ে পুরোহিত মশাই মা ভগবতীকে গোয়াল ঘরে স্থাপন করেন। হলুদ গোলা জলে দুর্বা ঘাস দিয়ে মা ভগবতী ও দাস-দাসী, গরু, বাছুর, শাশুড়ি, বধূকে স্নান করিয়ে দেওয়া হয়।

৩. এরপর একে একে ফুল দূর্বা ধান ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ফলমূল দিয়ে ভগবতী দেবীকে সিঁদুর পরিয়ে পান সুপারি দিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে ঠাকুর মশাই পূজো শুরু করেন।

৪. পুজোর শুরুতে জলশক্তি করে পুরোহিতমশাই ভগবতীর বন্দনা শুরু করেন।

৫. এই গোয়াল পুজোর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গোয়াল পূজার পাঁচালী পাঠ। যা গ্রাম বাংলার সমাজ সমাজের মানুষ সেই পাঁচালী পাঠের পেয়ারের সুরে ঘন্টা কাশরের শঙ্খ অরূপ ধ্বনির তালে সবাই সত্যিই মনমুগ্ধ হয়।

৬. পন্ডিত মশাই সর্বশেষে কিছু বিধিনিষেধ বলে দেন এই পাঁচালীর পাঠের মধ্যে। একজন গো-পালকের কি করা উচিত ও কি করা উচিত নয় তা এই পাঁচালীর মুখ্য বিষয়।

৭. পুজোর শেষে হলুদ গোলা জল, জল শুদ্ধি করে ঠাকুর মশাই বলেন ওই গোয়ালের গরুর গায়ে ছিটিয়ে দিতে। গৃহী সেই মতো গরুর গায়ে ওই জল ছিটিয়ে দেয় এবং বাকি জল গোয়াল ঘরের চার কোণে ঢেলে দেওয়া হয়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 56*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 489 - 497*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

৮. গরুর কপালে পরিয়ে দেওয়া হয়পুজোর অবশিষ্ট সিন্দুর অনুরূপভাবে।

৯. সর্বশেষে নৈবেদ্য বিতরণের মাধ্যমে পূজা পাঠ সমাপন করা হয়।

মেদিনীপুরের সবং, পটাশপুর, নারায়ণগড়, ঝাড়গ্রাম, তমলুক প্রভৃতি অঞ্চলে গোয়াল পুজোর রীতি উপরোক্ত নিয়ম মেনেই পালন করা হয়ে থাকে।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন, কেশিয়াড়ি, নয়াগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে এই পুজোরিটি আবার অন্যরকম। সেই প্রসঙ্গে বরুণকুমার চক্রবর্তী তার 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিক কোষ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, -

> "ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী অর্থাৎ রাধাষ্টমী তিথিতে সন্ধ্যেবেলা গৃহস্থের গোয়াল ঘরের ঈশান কোণে এই পূজা হয়। পূজা করে রাখাল বালক। কচি শসা, কচি ঝিঙা, বাঁশের কঞ্চি, ঝিঙা ও শশার ফুল, হলুদ জলে চোবানো এক টুকরো কাপড়, একটি পাথরের টুকরো, পাঁচ শিকে পয়সা, পাঁচ পোয়া আতপ চাল, সিঁদুর, ধান, দূর্বা, শালুক ফুল এই পূজায় ব্যবহৃত হয়। প্রথমে কচি ঝিঙাকে ঘোড়া ও কচি শশাকে হাতির আকৃতি দিয়ে বাঁশের কঞ্চির উপর রাখা হয়। তারপর সেই ঘোড়া (ঝিঙা)ও হাতির (শশা) মাথায় সিঁদুর ও ফুল দেওয়া হয়। হলুদ কাপড়টি পাথরের গায়ে জড়িয়ে একটি পিঁড়ির ওপর রাখা হয়। এরপর প্রদীপ জ্বালিয়ে গরুকে বাঁধাপানা করার পর ঘোড়া ও হাতিকে বলি দেওয়া হয়। পূজার শেষে পাঁচ শিকে পয়সা ও পাঁচ পোয়া আতপ চাল রাখাল ছেলের প্রাপ্য হয়। সারা বছর গরু যাতে সুস্থ ও সবল ভাবে থাকতে পারে তার জন্য এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়।"[৬]

**প্রাসঙ্গিকতা :**

১. ভগবতী দেবীকে এখানে যে হলুদ গোলার জল দিয়ে স্নান করানো হয় এবং সেই হলুদ গোলা জল গরুকে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে আমরা হলুদের যে ভেষজ গুন আছে সেই স্বাস্থ্য বিধান দিকটির ইঙ্গিত পায়।

২. গোয়াল পুজোর মূল যে দিকটি তা হল গো দেবতাকে এবং গো দেবতার বাসস্থানকে দেবগুনে পুজো করা এবং তাদের সম্মান জানানোই গোয়াল পুজোর মূল দিক।

৩. গোয়াল ঘরের চারটি কোণে হলুদ গলা জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। তা আসলে গো-সম্পদের স্বাস্থ্য সচেতনতার ইঙ্গিত দেয়।

৪. গো সম্পদকে দেব জ্ঞানে পূজা অর্চনা না করলে গো-সম্পদের বিনাশ হয়। এমন লোকোকথা পালাগানে বর্ণিত হতে শোনা যায়।

সর্বোপরি, গরুর স্বাস্থ্য, রোগ প্রতিরোধ, গরুর সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদির দিকে নজর দেওয়া হয় এই পালনীয় নিয়মাবলীর মধ্য দিয়ে।

**গোয়াল পুজোর পদ্ধতিক্রম :** গোয়াল পুজোর পদ্ধতি বা পূজার সমগ্র ক্রিয়াটিতে পুজক পাঠক্রমে পূজোটি সম্পন্ন করে থাকেন - ১. গো দেবী পূজার মন্ত্র। ২. গো দেবী পূজার গান। ৩. পালনীয় নিয়মাবলী।

**১. গো-দেবী পুজোর মন্ত্র—**

"ওঁ বিষ্ণু,
গঙ্গেচ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেহস্মিন সন্নিধিং কুরু।।

অথবা,

কুরুক্ষেত্রঃ গয়া গঙ্গা প্রভাসঃ পুষ্করাণিচ।
'তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্তিহ।।
স্নান কর ভগবতী নব মালিকা কান্ত তুলসী মস্তকে আরতি ভারতী গঙ্গা সিন্ধু মন্দাকিনী স্তথা।
ওঁ বামে গুরুভ্য মনঃ।
দক্ষিণে গণেশায় মনঃ।

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 56*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 489 - 497*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

উর্দ্ধে ব্রহ্মণায় মনঃ।
পশ্চাতে ক্ষেত্রবালায় মনঃ।
সম্মুখে ভগবতী নমঃ।
ও কালী কালী মহাকালী, কালীকে কপহারিণী।
দুর্গা শিবা ক্ষমাধাত্রী স্বাহা স্বধা নমস্তুতে।
ও ক্ষমাধাত্রী নারায়ণী নমঃ।
ওঁ তুতে ভগবতী এক গোয়ালকে দুই গোয়াল করুন।
ভগবতী জয় জয় কর। গো-দেবী।"[৭]

### ৪. লোক উৎসব : বাঁধনা পরব—

**নামকরণ :** মেদিনীপুরের অতি পরিচিত ও প্রভাবশালী উৎসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উৎসব হল বাঁধনা পরব। এই বাঁধনা পরবের রীতি লক্ষ্য করা যায় বঙ্গ উড়িয়া সীমান্ত অঞ্চলে। ওড়িশার বান্ধাপনা থেকে বাঁধনা শব্দের উৎপত্তি বলে আমাদের মনে হয়। অধ্যাপক বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি বলেন, -

> "কার্তিক মাসের দীপান্বিতা অমাবস্যার পরের দিন শুক্লা প্রতিপদ তিথি, দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় হিন্দু জনগোষ্ঠীর কাছে গো বন্দনা বা গো বন্ধাপনার দিন। ওড়িয়া 'বন্ধাপনা'র অর্থ বন্দনা।"[৮]

বন্ধুপণা থেকে বাঁধনা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে কিনা তা সঠিক বোঝা গেল না। এখানে 'গো বাঁধনা' শব্দের কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু 'বাঁধনা' শব্দের উল্লেখ আমরা পাচ্ছি। তাই আমাদের মনে হয় 'বাঁধনা' শব্দটি বন্দনা শব্দের বিবর্তনজত ফসল। বন্দনা > বন্ধনা (মহা প্রাণীভবন) > বাঁধনা (নাসিক্যভবন)।

এই বাঁধনা পরব উৎসবটি বহুস্থানে ভিন্ন নামেও পরিচিত। যেমন - কোথাও এই বাঁধনা পরম উৎসবটি 'গরু ছোটা' নামেও পরিচিত। যদিও এই উৎসবটি আমাদের মেদিনীপুরের নয়। উৎসবটি মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান ও হুগলি জেলার। এই 'গরু ছোটা' উৎসবটি প্রসঙ্গে লোকেশচন্দ্র বিশ্বাস। বলেন, -

> "বিজয়া দশমীর দিন গ্রাম বাংলার অনেক কৃত্যের মধ্যে হল গরুর গা ধোয়ানো।
>
> বিকেল বেলায় গ্রামের পূর্বনির্দিষ্ট জায়গায় প্রতি বাড়ি থেকে একজন করে পুরুষ নতুন বস্ত্র পরিধান করে, কাগজ-কলম নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হয়। এই সময়টা ঢোল দিয়ে গ্রামে জানিয়ে দেওয়া হয়, বারবেলা কেটে যাওয়ার পর। উপস্থিত পুরুষবর্গ শস্যের বেচাকেনার দাম নির্ধারণ করে আলোচনার মাধ্যমে। একজন নির্ধারিত দাম উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করে উপস্থিত সকলে লিখে নেয়।
>
> শস্য বেচাকেনার দাম নির্ধারণের জন্য আলোচনা যখন চলতে থাকে, তখন প্রতি বাড়ি থেকে বলদ গরু কিষাণেরা ওই জায়গায় এনে আদেশের অপেক্ষা করে। গোরুগুলো আনার আগে শিং-য়ে তেল সিঁদুর ও গায়ে আবির এবং গিরি মাটির ছাপ দিয়ে সজ্জিত করা হয়।
>
> সর্ষের দরদাম ঠিক হলে উপস্থিত সকলে আকাশে উড়ন্ত পাখি দেখে ও সূর্যকে প্রণাম করে। এই পাখি দেখা কে 'মা দেখা' বলে। এরপর ঢোল বাজানো হয়, গোরু গুলোকে ছেড়ে দেওয়া হয়, সকলে হই-হই করে ও পটকা ফাটানো হয়।
>
> গরুগুলো হঠাৎ এই শব্দে ভয় পেয়ে ছুটতে থাকে। ছুটতে ছুটতে নিজ নিজ গোয়ালের দিকে যায়। গৃহকর্তা নিজ নিজ বলদ গুলোর পা হলুদ জলে ধুয়ে গা-মুঝিয়ে, পাখা দিয়ে বাতাস করে।"[৯]

অবিভক্ত মেদিনীপুরের বাঁধনা পরব উৎসবটি যেভাবে পালিত হয় তা আমরা নিম্নে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

**উপকরণ :** ১. একটি বলদ গরু। ২. সরিষার তেল, হলুদ, গেরি মাটি। ৩. পিটুলি গোলার আলপনা। ৪. একটি পেতলের থালায় ধান, দূর্বা, সোনা, রুপা, জ্বলন্ত প্রদীপ, চন্দন, ধূপ ইত্যাদি। ৫. ফলমূল। ৬. ধানের গুচ্ছের মালা। ৭. পিঠে, পুলি,

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 56*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 489 - 497*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

পায়েস, সন্দেশ। ৮. ধামসা মাদল, কাসর, ঘন্টা, ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র। ৯. শক্তপোক্ত বাঁশের খুঁটি। ১০. চামড়ার পোশাক। ১১. কতগুলো গোটা ডিম। ১২) কালো মুরগি।

**পদ্ধতি :** বাঁধনা পরব উৎসবটি পালিত হয়ে থাকে মূলত কার্তিক মাসের অমাবস্যার পর শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে। এই উৎসবটি পালিত হয় মূলত পাঁচদিন ধরে। এই পাঁচ দিনের সময়সীমার পাঁচটি নামও আছে। যেমন - ১. প্রথম দিন-উম মাহা। ২. দ্বিতীয় দিন-জাগান (জাগান্না মাহা)। ৩. তৃতীয় দিন-জিরোও মহা/গড়া বঙ্গা। ৪. চতুর্থ দিন-খুন্টিও মাহা (বাদনা দিন)। ৫. পঞ্চম দিন-খুন্টি।

**১. প্রথম দিন-উম মহা—** বাঁধনা পরবের প্রথম দিনটি কার্তিক মাসের অমাবস্যার আগের দিন। এই দিনটি 'উম মহা' নামে পরিচিত। এই দিনটি হল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিন। এই দিন সকাল বেলায় বাড়ির গৃহকর্তি এবং গৃহকর্তা বাড়ির ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেন ও গোয়ালঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেন।

**২. দ্বিতীয় দিন-জাগান—** বাঁধনা পরব উৎসবটির দ্বিতীয় দিনটির নাম হল জাগান। সম্ভবত 'জাগরণ' শব্দ থেকে 'জাগান' শব্দের উৎপত্তি। বাংলা মঙ্গলকাব্যে জাগরণ প্রসঙ্গ আছে। ভূমিজ, মুন্ডা, মাহাতো প্রভৃতি জনজাতির মধ্যে এই বাঁধনা পরব উৎসবটির প্রবণতা বেশি লক্ষ্য করা যায়। তবে সংলগ্ন হিন্দু জনমানসেও এই উৎসবটির প্রভাব অনুরূপ। ঢাক-ঢোল-ধামসা-মাদল বাজে সমাজের পুরুষেরা গান গেয়ে জাগরণ শুরু করেন। বলাবাহুল্য যদিও কার্তিক মাস অভাব অনটনের সময়। যেহেতু অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ফসল বাড়িতে ওঠে। তবুও অনাগতকে পাওয়ার আনন্দে অভাব অনটনের মাধ্যমে দারিদ্রতার মধ্যেও মেতে ওঠে সকলে। নৃতত্ত্ববিদ্ ডক্টর পি. কে. ভৌমিক সমাজ মনস্তত্ত্বের নিগুড় সত্যটি আবিষ্কার করে বলেন, -

> "শরতের শেষের সবুজ মাঠ, গাছপালার মধ্যে যেন সবুজের ছড়াছড়ি। জীবনটা যেন সবদিক থেকে ভরে রয়েছে। চাষী গৃহস্থের যদিও কিছু কিছু অভাব অভিযোগ থাকে তবুও তারা ফসল পাবার বিরাট আশায় কেমন এক আমোদের আমেজে থাকে।আর তারই মধ্যে যখন এই পরব হয়, তখন বেশ ভালো লাগে সকলের।"[১০]

বঙ্গদেশে গাভীকে ভগবতী বলা হয়। ভগবতী অর্থে মা লক্ষ্মী। গ্রাম বাংলার চিত্র অনুভব করলে আমাদের মনে পড়ে গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, পুকুর ভরা মাছ, সব্জি ইত্যাদি। সুতরাং গোয়ালের গরু সমৃদ্ধির স্মারক বলে একে মা ভগবতীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই দিন পুরুষেরা ঢাক, ঢোল নিয়ে গান গেয়ে বেড়ান। অপরদিকে মেয়েরা একটি পেতলের বা কাঁসার থালাতে বা কুলোতে আতপ চাল, ধান, দূর্বা, চন্দন, সিঁদুর, তেল, ফুল, প্রদীপ, ধূপ, ধূনা সাজিয়ে বাড়ির গরু গুলোকে বরণ করেন। এমনি করে এই দ্বিতীয় দিনের উৎসবের সাজসজ্জা চলতে থাকে। পুরুষদের গানে মেতে ওঠে গ্রাম বাংলার প্রকৃতি। তা বড়ই মুখরোচক। যেমন -

> "ভাইরে জাগে মা লক্ষীনি,
> জাগে মা ভগবতী,
> আর জাগে অমাবস্যার রাতি।
> আর জাগে গো- প্রতিপদ,
> দেব দায়িনী,
> পাঁচ পুতার দশ ধেনু গাই।।"[১১]

পুরুষদের এই গীত অনুষ্ঠানে মেয়েরা অংশ নেয় না। পিঠে-পুলি বানাতে ব্যস্ত থাকে মেয়েরা। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। আর এই তেরো পার্বণের মধ্যে পিঠেপুলির যুগ বড়ই মজার বিষয়। চালের পিটুলির গোলার সঙ্গে গুড় মিশিয়ে প্রায় রুটির মতো তৈরি হয় 'সরুয়া' পিঠে। এই পিঠে কুলায় করে গরুকে খাওয়াতে হয়। শুধু যে এই সরুয়া পিঠা তৈরি হয় তা না। অন্যান্য পিঠেপুলিও তৈরি হয়। সুধীর কুমার করন তার সীমান্ত বাংলার লোকযান গ্রন্থে বলেন, -

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 56*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 489 - 497*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

> "কোন এক আ'ত উপলুপ্ত ইতিহাসের পাতা যদি খুঁজে পাওয়া যেত তাহলে দেখা যেত যে, এই উৎসব সোহরাই বা কার্তিক মাসেই অনুষ্ঠিত হত সাঁওতালদের মধ্যেও।"[১২]

**৩. তৃতীয় দিন-জিরোও মাহা/ গড়া বঙ্গা—** এই তৃতীয় দিন হলো বিশ্রামের দিন। এই দিন গোয়াল ঠাকুরের পূজা করা হয়। অর্থাৎ গড়া পূজা করা হয়। এই দিন হল নিরামিষ আহারের দিন। এই দিন বাঙালিদের কালীপূজার ও দিন। এই দিনে পূজার উপাচারে কিছু শাস্ত্রীয় প্রভাব দেখা যায়। বাড়ির গৃহকর্তারা এদিন সকাল থেকে উপোস করে থাকেন। মেয়েরা সকালবেলায় আবার গোয়ালঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেন। গোয়াল ঘরে আলপনা দেওয়ার রীতি এখনো বর্তমান। সুন্দর ভাবে পিটুলির গোলা দিয়ে মাটির আলপনা দেওয়া হয়ে থাকে। লোকসমাজে বিশ্বাস মা ভগবতী এই দিন গোয়ালে প্রবেশ করেন।

সকালবেলায় বাড়ির গৃহকর্তা গ্রন্থপঞ্জিরা গরুকে স্নান করান। তারপর বিকেল বেলায় শালুক ফুলের মালা গেঁথে অথবা বেল পাতার মালা গেঁথে গরুকে পরানো হয়। গরুর শিং এ উপায়ে সরষের তেল মাখিয়ে দেওয়া হয়। গরুর মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর বরণডালা সাজিয়ে ধান, দূর্বা, ফুল, তুলসী, বেলপাতা দিয়ে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে ধূপ দিয়ে গরুকে পুজো করা হয়। পিঠে পুলিতে রাগ কাটে মেয়েদের। মেয়েরা বিশেষ একধরনের পিঠের ব্যবস্থা করে থাকেন। চালের পিতলের গুলার সঙ্গে গুড় মিশিয়ে প্রায় রুটির মত এক প্রকারের পিঠে প্রস্তুত করা হয় ঐদিন। এপিঠে সরু চাকলি বা সরুয়া পিঠা নামে পরিচিত। পিঠে করে ওই পিঠে গরুকে দেওয়ার দ্বিতীয় বর্তমান। এমনি করেই বাঁধনা পরব উৎসবটিতে গ্রাম বাংলার মানুষ বিনোদনের মেজাজে পালন করে থাকেন। কোন কোন জায়গায় আবার কালো মুরগি বা কালো শুকুর বলি দিয়ে ওই গোয়াল পূজোর রীতি সম্পন্ন করা হয়।

**৪. চতুর্থ দিন-বাদনা দিন/ নাচান (খুন্টিও মাহা)—** চতুর্থ দিন হল এই উৎসবের প্রধান দিন। ঐদিন গরু জাগানো হয়ে থাকে। গরু নাচানো হয় বলে এই দিনের নামকরণ করা হয়েছে না চান অর্থাৎ গরু নাচানো। বা গরু জাগানো। ওই দিন সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরি মেয়েরা বরণডালা সাজিয়ে গরুকে আগে ভালো করে বরণ করেন। গরুকে ভালো করে জান বিচুলি খেতে দেন। গ্রুপে সাজানো সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়ে উভয়েই নতুন পোশাক পরিধান করেন। আগের দিন যে কালো মুরগি অথবা কালো শুকুর বলি দেওয়া হয়েছিল সেই মাংস তারা দুপুরে ভালো করে রান্না করে তৃপ্তি ভরে খাওয়া দাওয়া করেন। তারপর বিকেল বেলায় একটি নির্দিষ্ট ভাঙ্গা জায়গায় মাঠের ধারে একটি শক্ত খুঁটি হোতা হয়। এই খুঁটিকে কেন্দ্র করে উৎসবটি উদযাপন করা হয়। ওই শক্তভোগ তো খুঁটির সঙ্গে একটি হৃষ্টপুষ্ট শক্তিশালী বলদ গরুকে বেঁধে দেওয়া হয়। শারীরিক সক্ষমতা ইতার মাপকাঠি। খুঁটিকে কেন্দ্র করে এই উৎসব তাই এই উৎসবের নাম 'খুন্টিও মাহা'। খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা বলদটিকে দেব জ্ঞানে সমাদর করা হয়ে থাকে। বাজনা পরবের সবথেকে বড় আকর্ষণ হল এই গরু নাচানো। ঢাক ঢোল মাদল ধামসা প্রকৃতি বাতো যন্ত্র সহযোগী ছেলেমেয়েরা গরু নাচানোর সাথে সাথে নিজেরাও নাচে গানে মেতে ওঠেন। এই বাজনা পরব অনুষ্ঠানটি আনন্দ বিনোদনের উৎসব। সারারাত ধরে চলতে থাকে তাদের আনন্দ বিনোদন।

**৫. পঞ্চম দিন-খুঁটি তোলার দিন (খুন্টি)—** বাঁধনা পরব উৎসবের পঞ্চম দিন অর্থাৎ শেষ দিন হল খুঁটি তোলার দিন। এই দিন ঘটি তোলার পর গ্রামের মোড়লের বাড়িতে গিয়ে মোড়লের পা ধুয়ে তাকে প্রণাম করে সশ্রদ্ধ সম্মান জানিয়ে বাঁধনা পরব অনুষ্ঠানটির নিয়ম ভঙ্গ করা হয়ে থাকে। মোড়ল অর্থে প্রধান।

শারীরিক সক্ষমতাই শক্তির মাপকাঠি। কৃষিকাজে গরুর পাসব শক্তি সামর্থ্য যেভাবে উপযোগী সেই শক্তি প্রদর্শন ও সেই শক্তিকে সম্মান জানানো এই বাঁধনা পরব উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য।

সুতরাং এই লুকানুষ্ঠান ও লোক ও উৎসবগুলি সমাজের গোষ্ঠীগুলির মধ্যে চলে আসছে ঐতিহ্যাকারে। এই উৎসব অনুষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্র করে গ্রামবাংলার প্রতিটি মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে। এই প্রথা আজও বর্তমান। আর এই প্রথাকে কেন্দ্র করে গ্রাম বাংলার মানুষ আজও চিরসুখী। মেদিনীপুরের এই লোকউৎসব অনুষ্ঠানগুলোকে কেন্দ্র করে মেদিনীপুর

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 56*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 489 - 497*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

বাসীদের যে সহজ সরল অনাড়ম্বরপূর্ণ সংস্কৃতি আমরা দেখতে পাই তা সত্যিই মনমুগ্ধকর। গ্রাম বাংলার এই অধিবাসীদের আমরা সম্মান জানাই।

**Reference:**

১. চক্রবর্তী, বরুণকুমার, 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ', লেজ বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জির স্ট্রিট, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ১৫০
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮
৩. আগুক্ত, পৃ. ১৫৪
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬
৭. বেরা, নির্মল, 'গো-সম্পদ ও বাংলার লোকসংস্কৃতি', দেশ প্রকাশন, কলকাতা ৭০০০০৬, পৃ. ৫১
৮. মাইতি, বঙ্কিমচন্দ্র, 'দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি', পৃ. ২১৬
৯. পৃ. ১৫৪
১০. ডক্টর পি. কে. ভৌমিক, 'বাংলা লোক উৎসব', পৃ.২৬
১১. ডক্টর পি. কে. ভৌমিক, 'বাংলার লোক উৎসব', পৃ. ২৬
১২. করণ, সুখীর কুমার, 'সীমান্ত বাংলার লোকযান', পৃ. ১২৭